কাজের প্রতি বাইবেল ভিত্তিক মনোভাব

আশিস রাইচুর

শুধুমাত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

All Peoples Church & World Outreach, Bangalore, INDIA দ্বারা প্রকাশিত ও বিতরণ করা হয়েছে।
প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ: অক্টোবর 2005
সংশোধিত মুদ্রিত সংস্করণ: মার্চ 2020
সংশোধিত ডিজিটাল সংস্করণ: জুন 2021

যোগাযোগ করার ঠিকানা:
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

ফোন: +91-80-25452617
ইমেইল: bookrequest@apcwo.org
ওয়েবসাইট: apcwo.org

অন্যথায় নির্দেশিত না হলে, প্রত্যেকটি শাস্ত্রাংশ নেওয়া হয়েছে Bengali Old Version Bible (Bengali-BSI), Bible Society of India সংস্করণ থেকে।

বাইবেলের সংজ্ঞা, হিব্রু এবং গ্রীক শব্দ ও তাদের অর্থগুলি নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে:
থেয়ারস্ গ্রীক ডেফিনিশন্স্। 1886, 1889 সালে প্রকাশিত; পাবলিক ডোমেইন।
স্ট্রংস্ হিব্রু অ্যান্ড গ্রীক ডিকশনারিস্, স্ট্রংস্ এক্সহস্টিভ কঙ্গরডেন্স বাই জেমস্ স্ট্রং, এস. টি. ডি., এল এল. ডি. 1890 সালে প্রকাশিত; পাবলিক ডোমেইন।
ভাইন্স্ কমপ্লিট এক্সপোসিটরি ডিকশনারি অফ দা ওল্ড অ্যান্ড নিউ টেস্টামেন্ট ওয়ার্ডস, © 1984, 1996, থমাস নেলসন, ইঙ্ক, ন্যাশভিল, টেনেসি।

আর্থিক অংশীদারিত্ব

অল পিপালস্ মণ্ডলীর সদস্য, অংশীদার এবং বন্ধুদের আর্থিক সহযোগিতার কারণেই এই পুস্তকটিকে বিনামূল্যে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। আপনি যদি এই পুস্তকের দ্বারা আত্মিক ভাবে সমৃদ্ধশালী হয়েছেন, তাহলে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই অল পিপালস্ মণ্ডলীর দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকগুলিকে মুদ্রিত ও বিতরণ করার জন্য আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করতে। অনুগ্রহ করে **apcwo.org/give** ওয়েবসাইট দেখুন অথবা এই পুস্তকের পিছনের দিকে "অল পিপলস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন" পৃষ্ঠাটি দেখুন, এবং জানুন যে কীভাবে আপনি আপনার আর্থিক অবদান করতে পারেন। ধন্যবাদ!

ডাকপ্রেরণ তালিকা

অল পিপালস্ চার্চের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে প্রকাশিত নতুন পুস্তকগুলির সূচনা জানতে হলে apcwo.org ওয়েবসাইটে আমাদের ডাকপ্রেরণ তালিকায় নিজের নাম ও ইমেইল নথিভুক্ত করুন।

কাজের প্রতি বাইবেল ভিত্তিক মনোভাব

সূচীপত্র

1. *কাজ হল ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা* **1**

2. *কাজের প্রতি আমাদের বেঠিক মনোভাব* **2**

3. *কাজের প্রতি একজন বিশ্বাসীর মনোভাব* **4**

4. *বিশ্বাসীদেরকে কাজ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে* **7**

5. *সাতটি সঠিক মনোভাব* **11**

6. *আপনার কাজ সংক্রান্ত কিছু প্রতিজ্ঞা* **13**

7. *নতুন পৃথিবীতে আমাদের কাজ* **15**

1. কাজ হল ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা

আদিপুস্তক 1:31
পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

আদিপুস্তক 2:1-3
1 এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল।
2 পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।
3 আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।

এখানে আমরা ঈশ্বরকে কর্মরত দেখতে পাই। তিনি ছয় দিন কাজ করেছিলেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের মত নন, তাই, তিনি ক্লান্ত হওয়ার কারণে বিশ্রাম নেন নি। তাঁর যা করনীয় ছিল, তা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন – সমস্ত সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে তিনি যা কিছু করেছিলেন তা অতি উত্তম ও সম্পূর্ণ ছিল। তাই, তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

কিন্তু যে মুহূর্তে আদম পাপ করলো, ঈশ্বর আবার কাজ করা শুরু করলেন। কিন্তু, এইবার তিনি এক উদ্ধারের কাজ শুরু করেছিলেন – মানুষকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছিলেন। সেই মুহূর্ত থেকে, ঈশ্বর নিরন্তর কাজ করে চলেছেন এবং মানব জাতির জন্য উদ্ধারের কাজের পরিকল্পনাটিকে প্রকাশ করে চলেছেন। ঈশ্বর কাজ করেন!

আদিপুস্তক 2:15
পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন।

ঈশ্বর আদমকে এদন উদ্যানে রেখে এই কথাটি বলেননি, "আদম, তুমি শুধুমাত্র আমার আরাধনা করবে"। এমনকি পতনের আগে, ঈশ্বর আদমকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আদমের কাজ ছিল "কৃষিকাজ করা" এবং বাগানটিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখা।

এটাই ছিল তার কাজ! পতনের আগেই ঈশ্বর কাজের ধারনা ও পরিকল্পনাটিকে প্রকাশ করেছিলেন।

পতনের পর, আদমকে কৃষিকাজ করে যেতে হয়েছিল, কিন্তু এখন ভূমি অভিশপ্ত হয়েছে এবং ফসল উৎপাদন করার জন্য আদমকে আরও অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে (আদিপুস্তক 3:17-19)। আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে বিবাহ হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা – তাই আমরা বিবাহকে উপভোগ করি। আমরা জানি যে মণ্ডলী হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা – তাই আমরা মণ্ডলীকে উপভোগ করি। সুখবর এই যে কাজও হল ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা। ঈশ্বর এটার সূচনা করেছেন! তাই, আসুন, আমরা কাজকেও উপভোগ করি!

2. কাজের প্রতি আমাদের বেঠিক মনোভাব

কাজ হল একটি বাধা

আমাদের অনেকেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উৎসাহী। কিন্তু আমাদের সকলের একটি "কাজ" রয়েছে, যেখানে আমাদের যেতে হয়, সপ্তাহে পাঁচ অথবা ছয় দিন। অনেক সময়ে আমরা এই রূপ মনে করতে পারি, "আমি যদি এই কাজ/চাকরি থেকে নিস্তার পেতাম, তাহলে যীশুর সেবা করার জন্য আমি স্বাধীন হতাম"। মনে হয় যে আমাদের "চাকরি" অথবা "কাজ" হল স্বর্গীয় আহ্বানকে পূর্ণ করার ক্ষেত্রে একটি মহান বাধা। কাজের প্রতি এটা একটা অত্যন্ত ভুল মনোভাব। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে যতকাল আমরা এই পৃথিবীতে রয়েছি, আমাদের কাজ করে যেতে হবে – এমনকি আমাদেরকেও, যারা পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যা কাজে রত আছে।

আমি যখন 12 বছর বয়সের ছিলাম এবং বেঙ্গালুরুতে বিশপ কটন বয়েজ্ স্কুলে পড়াশোনা করছিলাম, তখন আমি "উদ্ধার" পেয়েছিলাম। যীশুর জন্য আমি আগুনে জ্বলছিলাম, প্রত্যেক সুযোগের সদ্ব্যবহার করতাম ও তাঁর বিষয়ে প্রচার করতাম। কখনও কখনও প্রচার করার জন্য আমি নিজেই সুযোগ তৈরি করে নিতাম। আমার মনে পরে ক্লাসরুমের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে যীশুর বিষয়ে প্রচার করেছিলাম। আশেপাশের আরও দুটো স্কুলে যেতাম – বল্ডউইন বয়েজ্ হাই স্কুল এবং ক্যাথিড্রাল স্কুল – এবং সেখানেও যীশুর বিষয়ে প্রচার করতাম। কিন্তু, আমার অনুভূতি হতে শুরু হল যে স্কুলে যাওয়াটা আমার "নতুন" পরিচর্যার কাজে একটা বড় বাধা, এবং "পড়াশোনাকে" আশীর্বাদের চেয়ে অনেক বেশি বাধা বলে মনে হতে শুরু হল। মনে হচ্ছিল যে মনের গভীরে একটা গোপন প্রার্থনা করে যাচ্ছিলাম: "ঈশ্বর, আমাকে এখান থেকে মুক্তি দাও। প্রভু তুমি যদি আমাকে পড়াশোনা ও স্কুল থেকে মুক্তি দাও, তাহলে আমি তোমার রাজ্যের জন্য আরও অনেক বেশি কাজ করতে পারব এবং আরও অনেক বেশি মানুষের কাছে যীশুর কথা বলতে পারব"। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক যে তিনি আমাকে সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেননি! আমি স্কুলের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করলাম এবং একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলাম। এবং যত সময় যেতে লাগল, আমি বুঝতে শুরু করলাম যে কেন আমাকে পড়াশোনা করতে হয়েছিল। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক যে তিনি আমাকে পড়াশোনা থামাতে বলেননি। কিন্তু আমি অবশ্যই স্বীকার করবো যে পড়াশোনা করা ও স্কুলে যাওয়া ঈশ্বরের পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হিসেবে মনে হয়েছিল আমার কাছে। সব বইগুলি পড়া, সব হোমওয়ার্ক করা, পরীক্ষা দেওয়া আমার কাছে গুরুত্বহীন মনে হয়েছিল বাইবেল পড়া, প্রার্থনা করা, সাক্ষ্যদান করা, এবং প্রচার করার তুলনায়। পরে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে কাজের প্রতি এটা ছিল আমার একটা ভুল মনোভাব।

কাজ হল একটি দাসত্বের বাঁধন

কিছু কিছু মানুষেরা কাজকে একটা দাসত্বের বাঁধন বলে মনে করে। তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে একজন ক্রীতদাসের মতো নিজেদের মনে করে। তারা অনবরত ভাবতে থাকে, "আমার ভালো লাগুক অথবা না লাগুক, প্রত্যেক দিন সকালে উঠতে হবে ও চাকরি করতে যেতে হবে"। কর্মক্ষেত্রে, নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিষয়গুলিকে আরও কঠিন করে তোলে। কোথায় আমরা কাজ করি, সেই অনুযায়ী আমরা সেখানে সকাল ৯টায় পৌঁছে যাই এবং সন্ধ্যা 6টা অথবা 7টা পর্যন্ত সেখানে কাজ করি। কর্মক্ষেত্রে আমাদেরকে শুধুমাত্র কিছু সীমিত কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া থাকে এবং অন্যান্য কাজগুলি করার নিষেধাজ্ঞা থাকে। এইগুলির কারণে, কেউ কেউ মনে করে যে কাজ হল একটা দাসত্বের বাঁধন। আমাদের মধ্যে অনেকেই উভয় নিয়ম ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে।

আমাদের বুঝতে হবে যে কর্মক্ষেত্রে নিয়ম ও শৃঙ্খলাগুলি কোন বাঁধন নয়, কিন্তু আমাদের অনুশাসন করার একটা উপায়। আমাদের অনুশাসন ও বাঁধনের মধ্যে পার্থক্যটিকে বুঝতে হবে। খ্রীষ্টেতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি (গালাতীয় 2:4; গালাতীয় 5:1; 2 করিন্থীয় 3:17)। কিন্তু আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে খ্রীষ্টেতে স্বাধীনতার মধ্যেও কিছু সীমারেখা রয়েছে (গালাতীয় 5:13)। তাই, আমাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না। সুতরাং, কাজকে আমরা যেন একটি বাঁধন হিসেবে না দেখি, কিন্তু নিজেকে অনুশাসিত করার একটা সুযোগ হিসেবে দেখি।

কাজ হল একটি প্রয়োজনীয় মন্দ

কিছু কিছু মানুষেরা মনে করে যে কাজ হল একটা প্রয়োজনীয় মন্দ বিষয় – এমন একটা বিষয় যা আমাদের বাধ্যতামূলক ভাবে করতে হবে আমাদের সকল খরচের জন্য অর্থ উপার্জন করার জন্য। অবশ্যই, আমাদের কাজের প্রয়োজন যাতে আমরা খাওয়াদাওয়া করতে পারি ও আমাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারি। কিন্তু, অনেকেই তাদের কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়না এবং পরিবর্তে বচসা ও নালিশ করতে থাকে। বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা যেন কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেতে শিখি এবং এটাকে একটা প্রয়োজনীয় মন্দ বিষয় বলে মনে করতে বন্ধ করি।

কাজ হল আমাদের আরাধনা

কিছু কিছু মানুষেরা এই ভুল মনোভাব পোষণ করে অনবরত কাজ করতে থাকে যে কাজ হল আমাদের আরাধনা। এই মনোভাবটি আমাদের কর্মক্ষেত্রে ও পরিবেশে রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছে। আমাদের কাজ কোন আরাধনা নয়, কারণ আরাধনা হল ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। আপনি ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তাভাবনা না করেও কর্মক্ষেত্রে যেতে পারেন।

3. কাজের প্রতি একজন বিশ্বাসীর মনোভাব

বিশ্বাসী হিসেবে, কাজের প্রতি আমাদের কেমন মনোভাব হওয়া উচিত? কিভাবে আমাদের চাকরী, পেশাকে দেখা উচিৎ যা ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন? নিচে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ দিলাম যা প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য আমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

কাজ হল একটি বাহন

আমাদের কাজ, চাকরী হল একটা বাহন মাত্র এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করা অথবা বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটি হল সেই বাহন যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি এই পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়ে থাকে। আরেক কথায়, কাজ হল ঈশ্বরদত্ত একটি সরঞ্জাম যা একজনের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমি জানি যে কেউ কেউ পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যা কাজ করার জন্য আহূত। কিন্তু আরেক অর্থে, পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যা কাজও একটা "কাজ"।

কাজ হল একটি কৌশল

আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য তাঁর একটা কৌশল হিসেবে কাজকে দেখতে হবে। যেমন উদাহরণ, বিশ্বাসী হিসেবে প্রভুর জন্য লোকেদের জয় করার একটা দারুণ উদ্বেগ আপনার মধ্যে থাকতে পারে। আপনার চাকরী ও পেশা আপনাকে লোকেদের সংস্পর্শে নিয়ে আসবে, যাদের সাথে আপনার অন্য কোথাও দেখা হতো না। এখন আপনার চাকরীটিকে ঈশ্বরের একটা কৌশল হিসেবে দেখতে হবে। ঈশ্বর আপনার পেশাকে ব্যবহার করছেন কৌশলগত ভাবে সেই সকল মানুষদের সাথে আপনার যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দেওয়ার জন্য যাদের কাছে তিনি চান আপনি খ্রীষ্টের কথা ভাগ করে নিন। আপনার চাকরী হল সেই "পুলপিট" এবং যে লোকেদের সাথে আপনার ওঠা-বসা হয়ে থাকে, তারা হল আপনার "মণ্ডলীর সদস্য"।

কাজ হল প্রস্তুতি নেওয়ার একটি প্রক্রিয়া

কর্মক্ষেত্র এমন একটা স্থান নয় যেখানে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু এমন একটা স্থান যেখানে ঈশ্বর আমাদের চরিত্রকে গঠন করেন। এটি হল আমাদের প্রস্তুতির একটি প্রক্রিয়া। আমরা প্রায়ই মনে করে থাকি যে আমাদের চরিত্র শুধুমাত্র কোন একটা সান্ডে স্কুলে, অথবা বাইবেল স্কুলে গঠন হয়ে থাকে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের চরিত্রকে যেকোনো স্থানে গঠন করতে পারেন। তিনি সমস্ত দিনে 24 ঘন্টা আমাদের জীবনে কাজ করে থাকেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্রে, ঈশ্বর আমাদের শেখাতে পারেন যে কিভাবে অন্যান্য মানুষদের সাথে সম্পর্কস্থাপন করতে হয়, কিভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয়, কিভাবে ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে চেয়ে নিতে হয়, এবং কিভাবে সমস্যাকে সমাধান করতে হয়। কেউ কেউ তাদের কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষদেরকে জীবনে কন্টক বলে মনে করে, এমন মানুষ যাদের সাথে আমরা কোন ভাবেই সম্পর্কস্থাপন করতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কর্মক্ষেত্রের মাঝখানেই আমাদের চরিত্রকে গঠন করতে পারেন। এ ছাড়াও, আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমরা নতুন নতুন দক্ষতা শেখার ও আমাদের ক্ষমতাকে উন্নত করার সুযোগ পেয়ে থাকি, যেগুলিকে ঈশ্বর ব্যবহার করে তাঁর রাজ্য বিস্তারের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন উদাহরণ, আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতাগুলিকে শিখতে পারেন এবং ঈশ্বর সেই দক্ষতাগুলিকে ব্যবহার করে আপনার স্থানীয় মণ্ডলীতে কিছু কিছু পরিচর্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন, এবং এই ভাবে তিনি আপনাকে সেখানে একটি আশীর্বাদ হিসেবে দাঁড় করাতে পারেন।

আসুন, বাইবেলের কিছু মানুষদের আমরা বিবেচনা করে দেখি।

যোষেফ

একটি ভাববাণীমূলক স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে পূর্ণ করেছিলেন

যোষেফের কথা চিন্তা করুন। যোষেফকে ঈশ্বর একটি দর্শন দিয়েছিলেন, একটি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সবকিছু ছেড়ে একটি "পূর্ণ সময়ের পরিচর্যা" কাজের দিকে এগিয়ে যাননি। যোষেফ ঈশ্বরের প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রক্রিয়াতে, তাকে পোতিফরের বাড়িতে কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল এবং সেখানে যা কিছু কাজ তাকে দেওয়া হয়েছিল, সেইগুলি সম্পন্ন করতে তাকে জোর দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে, বিনা দোষেই তাকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল, এবং সেই কারাগারের মধ্যেও তাকে কাজ করতে হয়েছিল। তাকে অন্যান্য বন্দীদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারপর তার পদোন্নতি হয়েছিল এবং মিশরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, এবং সেখানেও তাকে কাজ করতে হয়েছিল। তাকে পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যা কাজ করার জন্য আহ্বান করা হয়নি, তবুও ঈশ্বর তাকে এমন একটা পদে বসিয়েছিলেন যেখান থেকে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। যোষেফ মিশরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং ঈশ্বর সেটাকে ব্যবহার করেছিলেন তার স্বপ্নকে পূর্ণ করতে, যা তিনি যোষেফকে ছোটবেলায় দেখিয়েছিলেন। কী হতো যদি যোষেফ প্রধানমন্ত্রীর কাজ থেকে পদত্যাগ করে প্রান্তরে কোন একটা ধর্মীয় স্থানে আশ্রয় নিতেন? তাহলে তিনি হয়ত ঈশ্বরদত্ত স্বপ্নটিকে পূর্ণ হতে দেখতে পেতেন না!

এই সত্যটিকে বিবেচনা করুন। যোষেফের অনেক বছর আগেই, ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তার বংশধরদেরকে একটি নতুন ও অজানা স্থানে নিয়ে যাবেন। *তখন তিনি অব্রামকে কহিলেন, "নিশ্চয় জানিও, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী থাকিবে, এবং বিদেশী লোকদের দাস্যকর্ম্ম করিবে, ও লোকে তাহাদিগকে দুঃখ দিবে—চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত; আবার তাহারা যে জাতির দাস হইবে, আমিই তাহার বিচার করিব; তৎপরে তাহারা যথেষ্ট সম্পত্তি লইয়া বাহির হইবে"* (আদিপুস্তক 15:13-14)। ঈশ্বর যোষেফের মধ্যে তাঁর দেওয়া দক্ষতা ও "পেশাকে" ব্যবহার করেছিলেন একটি বাহন হিসেবে তাকে এমন একটি স্থানে বসাতে, যেখানে থেকে তিনি এই ভাববাণীমূলক পরিকল্পনাটিকে পূর্ণ করতে পারবেন।

আমাদের অনেকেই অবগত নয় যে আমাদের সম্প্রদায়, শহর, ও দেশের জন্য ঈশ্বরের ভাববাণীমূলক পরিকল্পনাগুলি কী কী। তাঁর কাছে *'কাইরস'* (এই গ্রীক শব্দটি কোন একটা নির্দিষ্ট ঘটনা, সুযোগ, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অথবা সময়ের মধ্যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে) মুহূর্তগুলি এবং স্বর্গীয় প্রবেশদ্বার রয়েছে যেখানে আমাদের সম্প্রদায়, শহর ও দেশের জন্য সুযোগের দরজা খুলে যাবে। ঈশ্বর আজ "যোষেফদের" খুঁজছেন যাদেরকে তিনি তাদের দক্ষতা ও পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন এক স্থানে বসাতে পারেন, যেখান থেকে তিনি আমাদের সম্প্রদায়, শহর ও দেশের জন্য তাঁর পরিকল্পনাগুলিকে পূর্ণ করতে পারেন।

দায়ূদ, দানিয়েল, এবং পৌল

জাগতিক এবং আত্মিক বিষয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য

দায়ূদ একজন গীতরচক, একজন ভাববাদী, এবং একজন রাজা ছিলেন। দানিয়েল শুধুমাত্র একজন ভাববাদী ছিলেন না, কিন্তু তিনিও একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যিনি সরকার চালাচ্ছিলেন এবং রাজার কাজগুলির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পৌলের কথা একবার চিন্তাভাবনা করুন। আমরা তাকে একজন মহান প্রেরিত হিসেবে জানি, যিনি নতুন নিয়মের অধিকাংশ লিখেছেন। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য অনেক প্রমাণ আছে যে অন্তত তিনটি শহরে – ইফিষে, করিন্থে, এবং থিষলনীকীয়তে – তিনি তার নিজের প্রয়োজনগুলি, পরিচর্যা দলের প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি তার নিজের হাতে পরিশ্রম করেছিলেন এবং নিজের প্রয়োজনগুলি নিজেই মিটিয়েছিলেন, এবং যাদের মধ্যে তিনি পরিচর্যা করেছিলেন, তাদের প্রতি তিনি বোঝাস্বরূপ হননি।

দায়ূদ, দানিয়েল, এবং পৌলের ক্ষেত্রে আমরা একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে থাকি – "জাগতিক" এবং "আত্মিক" বিষয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য। আমাদের অবশ্যই এমন একটা স্থানে আসতে হবে যেখানে আমরা কাজকে জাগতিক একটা বিষয়, এবং ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করাকে আত্মিক

বিষয় বলে মনে করা বন্ধ করি। আপনার কাজকে ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করার একটা অংশ হিসেবেই দেখুন। এটা হল আপনার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটা অংশ। দায়ূদ, দানিয়েল, অথবা পৌল কাজ করেছিলেন বলে তাদের অভিষেককে হারিয়ে ফেলেনি! আপনার কাজ হল "আত্মিক বিষয়" কারণ ঈশ্বর কাজ করেন।

4. বিশ্বাসীদেরকে কাজ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে

নতুন নিয়মে, প্রভু যীশু বিশ্বাসীদেরকে সমস্ত জগতে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করার এক মহান আদেশ দিয়েছিলেন। নতুন নিয়মের মণ্ডলী খুব সহজেই এমন একটা পন্থা অবলম্বন করতে পারত যেখানে প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে তারা "জাগতিক" কাজকে ত্যাগ করে শুধুমাত্র সুসমাচার প্রচার করতে যেতে বলতে পারত। কিন্তু এটা লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে পৌল বিশ্বাসীদেরকে কী কী করার আদেশ দিয়েছিলেন।

নিজের হাতে পরিশ্রম করা

ইফিষীয় 4:28
চোর আর চুরি না করুক, বরং স্বহস্তে সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করুক, যেন দীনহীনকে দিবার জন্য তাহার হাতে কিছু থাকে।

যে ব্যক্তি চুরি করত, সে যেন আর চুরি না করে, বরং নিজের হাতে পরিশ্রম করে। সেই ব্যক্তি যেন নিজের হাতে পরিশ্রম করে, যা সঠিক তাই করে, যাতে তার প্রয়োজন ভাল ভাবে মিটতে পারে এবং সেই সকল মানুষদেরকেও যোগান দিতে পারে যারা প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে। এখানে, পৌল বিশ্বাসীদেরকে নিজের হাতে পরিশ্রম করার গুরুত্ব সম্পর্কে শিখিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সঠিক কাজ করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে বিশ্বাসীরা কোন প্রকারের অসৎ অথবা মন্দ কাজে নিযুক্ত হতে পারে না।

কাজ করুন যাতে আপনার কোন কিছুর অভাব না থাকে

1 থিষলনীকীয় 4:11-12
11 কিন্তু তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ, আরও অধিক উপচিয়া পড়, আর শান্ত ভাবে থাকিতে ও আপন আপন কার্য্য করিতে এবং স্বহস্তে পরিশ্রম করিতে সযত্ন হও—যেমন আমরা তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছি—
12 যেন বহিঃস্থ লোকদের প্রতি তোমরা শিষ্টাচারী হও, এবং তোমাদের কিছুরই অভাব না থাকে।

পৌল বিশ্বাসীদেরকে নিজের হাতে পরিশ্রম করতে বলেছিলেন যাতে অপরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকেরা তাদেরকে অনুচিত আচরণের জন্য দোষ না দিতে পারে। লক্ষ্য করবেন যে নিজের হাতে পরিশ্রম করার সাথে কোন কিছুর অভাব না হওয়ার এবং আমাদের সকল প্রয়োজন মেটার একটা সম্পর্ক রয়েছে। কিছু কিছু মানুষেরা বাড়ির মধ্যে বসে "ঈশ্বরের উপর অপেক্ষা করে" তাদের সকল প্রয়োজন মেটার জন্য। এটা সত্য যে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন তাঁর ধন অনুযায়ী আমাদের সকল প্রয়োজন মেটাবেন (ফিলিপীয় 4:19)। কিন্তু এটাও সত্য যে তাঁর বাক্যের মধ্যে ঈশ্বর আমাদেরকে কাজ করার আদেশ দিয়েছেন, এবং এটাই প্রমাণ দেয় যে তিনি আমাদের কাজকে ব্যবহার করবেন একটি মাধ্যম হিসেবে যার মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন মেটাবেন। আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের সকল প্রয়োজন মেটানো হল কাকের দ্বারা টাকার এক বাণ্ডিল নিয়ে আসার মতোই একটা আশ্চর্যজনক বিষয়! এটা অতটা দর্শনীয় নয়, কিন্তু তবুও এটা একটা অলৌকিক কাজ, কারণ একই ঈশ্বর আমাদের জন্য যোগান দিচ্ছেন। মনে রাখবেন, চাকরীকে নিরাপদ করে রাখার জন্য, বেতন পাওয়ার জন্য, এবং পেশাগত ভাবে উন্নতি লাভ করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রয়োজন।

কিছু কিছু মানুষেরা তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এমন ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকে যে তাদের কাছে "অলৌকিক উপায়ের" অর্থ হল যে কোন একজন মানুষ তাদের কাছে আসবে ও তাদের হাতের মধ্যে কিছু টাকা অথবা একটা চেক গুঁজে দিয়ে যাবে। তারা যখন এইরূপ ঘটতে দেখে না, তখন তারা চিন্তাভাবনা করতে থাকে যে কেন ঈশ্বর তাদের যোগান দিচ্ছেন না। কিন্তু, ঈশ্বর অপেক্ষা করছেন যে এই ধরনের মানুষেরা সেই মাধ্যমটি অবলম্বন করবে যার মধ্যে দিয়ে তিনি তাদের যোগান দেবেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ঈশ্বর অপেক্ষা করেন যে তারা যেন কোন একটা চাকরী করে এবং সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে। সেই চাকরীটাই হল তাদের জীবনে ঈশ্বরের যোগানের মাধ্যম।

তুমি যদি কাজ না কর, তাহলে আহারও করো না

2 থিষলনীকীয় 3:7-12
7 কারণ কি প্রকারে আমাদের অনুকারী হইতে হয়, তাহা তোমরা আপনারাই জান; কেননা তোমাদের মধ্যে আমরা অনিয়মিতাচারী ছিলাম না;
8 আর বিনামূল্যে কাহারও কাছে অন্ন ভোজন করিতাম না, বরং তোমাদের কাহারও ভারস্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য পরিশ্রম ও আয়াস সহকারে রাত দিন কার্য্য করিতাম।
9 আমাদের যে অধিকার নাই, তাহা নয়; কিন্তু তোমাদের নিকটে আপনাদিগকে আদর্শরূপে দেখাইতে চাহিলাম, যেন তোমরা আমাদের অনুকারী হও।
10 কারণ আমরা যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তোমাদিগকে এই আদেশ দিতাম যে, যদি কেহ কার্য্য করিতে না চায়, তবে সে আহারও না করুক।
11 বাস্তবিক আমরা শুনিতে পাইতেছি, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অনিয়মিতরূপে চলিতেছে, কোন কার্য্য না করিয়া অনধিকারচর্চ্চা করিয়া থাকে।
12 এই প্রকার লোকদিগকে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আদেশ ও উপদেশ দিতেছি, তাহারা শান্ত ভাবে কার্য্য করিয়া আপনাদেরই অন্ন ভোজন করুক।

নতুন নিয়ম আমাদের আদেশ দিয়েছে শান্ত ভাবে কাজ করতে ও বিশৃঙ্খল হওয়ার, কোন কিছু না করার এবং অন্যের উপর নির্ভর করে থাকার পরিবর্তে নিজের আহার ভোজন করতে। কাজ হল বিশ্বাসীদের জন্য নতুন নিয়মের একটি আদেশ।

নিজের পরিবারের জন্য যোগান দেওয়া

1 তিমথীয় 5:8
কিন্তু কেহ যদি আপনার সম্পর্কীয় লোকদের বিশেষতঃ নিজ পরিজনগণের জন্য চিন্তা না করে, তাহা হইলে সে বিশ্বাস অস্বীকার করিয়াছে, এবং অবিশ্বাসী অপেক্ষা অধম হইয়াছে।

যারা পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যা কাজের জন্য আহূত, আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই। পরিচারকগণ, আপনাদের কিছু বিষয় স্মরণে রাখতে হবে; ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে তিনি কিছু দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছেন যা আপনাকে অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। এইগুলির মধ্যে একটি হল আপনার নিজের পরিবারের জন্য যোগান দেওয়া। অনেক ঈশ্বরের পুরুষ ও মহিলারা খুব তাড়াতাড়ি তাদের চাকরী ছেড়ে বিশ্বাসে জীবন যাপন করার দাবি করে থাকে। বিশ্বাসে জীবন যাপন করার অর্থ চাকরী ছেড়ে দেওয়া নয়। সেই চাকরীটিকেও বজায় রাখার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। অনেকসময়ে লোকেরা তাদের চাকরী ছেড়ে দেয়, পরিচর্যা কাজে প্রবেশ করে, এবং তারপর নিজের পরিবারের জন্য যোগান দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করে। আমি কিছুকালের জন্য কঠিন সময়ের কথা বলছি না যার মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই যাই। কিন্তু, আপনার পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনগুলি যদি না মেটে – দিনের পর দিন, মাসের পর মাস – কারণ আপনি পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যা কাজের মধ্যে রয়েছেন বলে, তাহলে আপনাকে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে, ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না আপনার পরিচর্যা কাজ থেকে আপনার প্রয়োজনীয় আয় হচ্ছে। তাই, পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যা কাজে পদক্ষেপ দেওয়ার আগে, আপনি অবশ্যই এই বিষয় নিয়ে নিশ্চিত হবেন যে আপনি আপনার আর্থিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারছেন ও পরিবারের যত্ন নিতে পারছেন। আপনি যদি স্ত্রী ও সন্তানের ভার বহন করার জন্য প্রস্তুত না থাকেন তাহলে বিয়ে করবেন না। ঈশ্বর চান যে আপনি যেন আপনার পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

আমার সাক্ষ্য

বেঙ্গালুরুতে স্কুলে পড়াশোনা করাকালীন প্রথম দিকের বছরগুলিতে, পরিচর্যা কাজের জন্য আমি অত্যন্ত উদ্যোগী ছিলাম। আমি প্রার্থনা করতাম যে দশম ক্লাস শেষ করার পরেই আমি যেন পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যা কাজে পদার্পণ করতে পারি। ঠিক এটা করার পর, বাবা ও মার জীবনে অনেক কষ্ট নিয়ে এসেছিলাম, এবং তাদেরকে জোর দিতে লাগলাম যে স্কুলের পড়াশোনা না করে আমি বাইবেল কলেজে ভর্তি হব বলে। তাই, আমি ভারতবর্ষের বাইবেল কলেজের খোঁজ করতে লাগলাম এবং পুনেতে একটা বাইবেল কলেজে আমি চিঠি পাঠালাম। কলেজ আমাকে একটা চিঠি লিখে ফেরত পাঠাল যে আমি তখনও অত্যন্ত যুবক ও কম বয়সী ছিলাম, এবং বাইবেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হল দ্বাদশ পাশ। এই চিঠিটা আমাকে অত্যন্ত হতাশ করে তুলেছিল। যাইহোক, যেহেতু আর দুই বছরের পড়াশোনা বাকি ছিল, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা লাভ করার পরেই আমি বাইবেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কিন্তু, পরের দুই বছরের মধ্যে আমার সাথে কিছু একটা ঘটল। বেঙ্গালুরুতে আমি একটা মণ্ডলীতে যেতাম, এবং সেখানে আমি কিছু লক্ষ্য করলাম। আমি সেখানে দুই ধরনের মানুষদের দেখলাম – একদল লোক যারা বিভিন্ন ভাবে মণ্ডলীর মধ্যে সেবাকাজ করছিল, এবং অধিকাংশ মানুষদের এক দল, যারা মণ্ডলীতে আসতো, কিন্তু কিছুই করত না। দ্বিতীয় দলটিতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ও পেশাগত লোকেরা ছিল যারা কোন না কোন ভাবে অজুহাত দেখিয়ে পরিচর্যা কাজ থেকে পালিয়ে বেড়াত, কারণ তারা মনে করত যে চাকরী করার কারণে তারা অত্যন্ত ব্যস্ত। আমি মনে মনে ভাবতাম যে অধিকাংশ সাধারণ সভ্যরা কেন পরিচর্যা কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করত না। এই সময়ে এক দৃঢ় মনোভাব আমার হৃদয়ের মধ্যে উত্থাপিত হল। আমি দৃঢ় সঙ্কল্প নিলাম যে আমি এই ধরনের মানুষদের প্রমাণ দেব যে চাকরী করতে করতে, একটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে করতেও ঈশ্বরের সেবা করা যেতে পারে। তাই, দ্বাদশ ক্লাস পাশ করার পর, বাইবেল কলেজে যাওয়ার সকল ইচ্ছা আমার চলে গিয়েছিল এবং জীবনে নতুন কিছু করার একটা উদ্দেশ্য দেখা দিল।

এই সময়ে, ঈশ্বর আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা শক্তিশালী ইচ্ছা দিলেন বেঙ্গালুরু শহরের মধ্যে একটা শক্তিশালী মণ্ডলী স্থাপন করতে, এবং সেখান থেকে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়তে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিকে প্রভাবিত করতে। তাই, স্কুল থেকে দ্বাদশ ক্লাস উত্তীর্ণ হওয়ার পর, আমার বাবা-মা আমাকে মানিপালে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠিয়ে দিলেন। ততক্ষণে আমার পড়াশোনাকে বাধা ও বোঝা হিসেবে দেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং এটা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলাম আমার পড়াশোনা হল ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটা অংশ। আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার কারণেই আমি নিজেকে এমন এক স্থানে পেলাম যেখান থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আরও অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পেরেছিলাম।

মানিপালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও শত শত শিক্ষার্থীদের দেখেছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম সেখানে পড়াশোনা করার পিছনে একটা আত্মিক উদ্দেশ্য ছিল।

সেখানেই আত্মা জয় করার জন্য ও ঈশ্বরের সেবাকাজ করার জন্য আমার প্রাণ আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পরেছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তৃতীয় বর্ষে, 1989 সালের জানুয়ারি মাসে, শিক্ষার্থীদের মাঝে একটা সহভাগীতা শুরু করার জন্য প্রভু আমাকে সাহায্য করেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে একটা মণ্ডলীতে পরিণত হয়েছিল এবং আজও সেটা হয়ে চলেছে। আমার পড়াশোনাকে বাধা ও বোঝা হিসেবে আর দেখতাম না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম এটা একটা মাধ্যম, ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা, এবং ভবিষ্যতের পরিচর্যা কাজের জন্য একটা প্রস্তুতি পর্ব। ইঞ্জিনিয়ারিং – এ স্নাতক লাভ করার পর আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। উচ্চশিক্ষা অর্জন করার জন্য আমার বাবা-মা আমাকে আমেরিকাতে যেতে সাহায্য করেছিলেন। ওহাইও, ক্লিভল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আমি ভর্তি হয়েছিলাম, এবং সেই বিভাগটি আমেরিকার সর্বপ্রথম তিনটির মধ্যে একটি ছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার দ্বিতীয় সেমেস্টারে তিন ভাগের দুই ভাগ স্কলারশিপ লাভ করেছিলাম এবং তৃতীয় সেমেস্টার থেকে সম্পূর্ণ স্কলারশিপ লাভ করেছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করাকালীন, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটা ছোট সহভাগীতা শুরু করতে পেরেছিলাম, যেখানে ভারত থেকে, ইন্দোনেশিয়া থেকে, এবং মালায়েশিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা ছিল। পরে, আমি নিউ জার্সিতে চলে গিয়েছিলাম এবং সেখানে একটা কোরিয়ান খ্রীষ্টিয় সহভাগীতার সাথে যুক্ত হয়েছিলাম যেখানে প্রায় 200 খ্রীষ্টিয় শিক্ষার্থীরা ছিল। এই কোরিয়ান শিক্ষার্থীদের প্রবল ভাবে প্রার্থনা করতে দেখতে পাওয়াটা একটা অসাধারণ দৃশ ছিল।

সেই সময়ে, আমি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের কাছেই একটা আফ্রিকান-আমেরিকান মণ্ডলীতে পরিচর্যা করতে যেতাম। এক বছর ধরে, প্রত্যেক বুধবার রাত্রে সেই আফ্রিকান-আমেরিকান মণ্ডলীতে শিক্ষা দিতাম, এবং রবিবারের আরাধনা সভাতেও প্রচার করতাম এবং মাঝে মধ্যে গৃহ সহভাগীতাগুলিতেও অংশগ্রহণ করতাম।

অ্যামিকে বিয়ে করার পর, যিনি ভারত থেকেই আমার সঙ্গে ছিল, আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লাম এবং একজন পেশাগত সফটওয়ার নির্মাতা হিসেবে কাজ করতে শুরু করলাম। সেই সময়ে, অ্যামি এবং আমি আরকটি হিস্পানিক দম্পতির সাথে কাজ করা শুরু করলাম এবং নিউ জার্সির নিউ ব্রান্সউইক স্থানে একটা হিস্পানিক মণ্ডলী শুরু করেছিলাম। অত্যন্ত তৃপ্তিকর একটা অভিজ্ঞতা ছিল বিভিন্ন দেশের মানুষদের সাথে কাজ করার

সুযোগটি। ভবিষ্যতের পরিচর্যার জন্য এটা একটা দারুণ প্রশিক্ষণ ভূমি ছিল, যেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছিল কারণ আমি আমেরিকাতে স্নাতকের পর পড়াশোনা করতে গিয়েছিলাম।

1998 সালে, নিউ জার্সি থেকে আমরা চিকাগোতে চলে গিয়েছিলাম। 1999 সালে ভারতবর্ষে একটি পরিচর্যামুখী যাত্রাকালীন, আমি অনুভব করলাম যে ভারতে ফিরে এসে আমাদের হৃদয়ের দর্শনটিকে অনুধাবন করার সময় চলে এসেছে। তাই, 2001 সালের জানুয়ারি মাসটিকে আমরা বেঙ্গালুরুতে ফিরে আসার জন্য ঠিক করে রেখেছিলাম। চিকাগো থেকে বেঙ্গালুরুতে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য যখন আমরা প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলাম, আমাদের মধ্যে একটা চিন্তা ছিল যে কিভাবে আমরা ভারতে আমাদের পরিচর্যা শুরু করতে পারি। চিকাগোতে আমরা একটা ক্ষুদ্র মণ্ডলীর অংশ ছিলাম। তারা আমাদেরকে অনেক বেশি অর্থ সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না, যা আমাদের প্রয়োজন ছিল আমাদের বৃহৎ দর্শনকে কার্যকারী করে তলার জন্য। আমি যত ঈশ্বরের থেকে অন্বেষণ করতে থাকলাম, আমার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে অনুভব করলাম যে ঈশ্বর চান যে ভারতে ফিরে আসার পরেও সফটওয়ারের ক্ষেত্রে আমার কাজ চালিয়ে যাই। আমার পেশাগত কাজ ছাড়ার জন্য প্রভুর থেকে কোন ইঙ্গিত অথবা পরিচালনা লাভ করিনি। কয়েক বছর ধরে, বিশেষ ভাবে আমেরিকাতে থাকাকালীন শেষ কয়েকটি বছরে, আমার মধ্যে একটা দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল একটা কোম্পানি শুরু করার জন্য যেটা খ্রীষ্টিয় নীতি অনুযায়ী ব্যবসা করবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অর্থ যোগান দেবে। অনেক দিন ধরে এই আকাঙ্ক্ষাটি আমার হৃদয়ের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু আমি জানতাম না যে কীভাবে ও কখন এই কাজটি আমি করতে পারব।

অবশেষে, ভারতে ফিরে আর সময় এসে গিয়েছিল। 2000 সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা আমেরিকা ছাড়লাম, সঙ্গে ছিল আমাদের দেশে পৌঁছে যাওয়ার এক বৃহৎ দর্শন – কিন্তু কোন ধারণাই ছিল না যে কোথা থেকে আমরা অর্থ লাভ করবো সেই পরিচর্যা কাজকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের পরিচর্যা আমেরিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে কিছু বন্ধুরা আমাদেরকে অর্থ দিয়ে সমর্থন করত, কিন্তু যে অর্থ সাহায্য আমরা লাভ করতাম, সেটা যথেষ্ট ছিল না আমাদের বৃহৎ দর্শনকে কার্যকারী করে তলার জন্য!

বেঙ্গালুরুতে আসার পর, ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সাহায্য করলেন 2001 সালের জানুয়ারি মাসে একটা সফটওয়ার পরিষেবা কোম্পানি শুরু করতে। 2001 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, ছোট আকারে আমাদের মণ্ডলী শুরু করলাম – আমার বাবার বাড়ির বৈঠকখানা থেকে শুরু করেছিলাম। সফটওয়ার কোম্পানি দশমাংস দিতে শুরু করল এবং সেই অর্থের সাহায্যে আমরা অনেক কিছু করতে সক্ষম হয়েছিলাম – একটা ভাড়া করা ঘর নিয়েছিলাম, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনেছিলাম, বই ছাপিয়েছিলাম, এবং সেইগুলিকে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পেরেছিলাম, কেবিল টিভিতে আমাদের পরিচর্যা সম্প্রসারণ করতে পেরেছিলাম এবং অন্যান্য পরিচর্যাগুলিকেও সাহায্য করতে পেরেছিলাম। আমাদের কাছে একটা বৃহৎ দর্শন ছিল, এবং অর্থের অভাবের কারণে আমাদের হাত বাধা ছিল না। পরিচর্যা শুরু করার জন্য আমাদের কাছে যথেষ্ট এবং আরও বেশি সম্পদ ও অর্থ উপলব্ধ ছিল।

এখন যখন পিছন দিকে ফিরে তাকাই, আমি দেখতে পাই যে ঈশ্বর কীভাবে আমার শিক্ষাকে ও পেশাকে ব্যবহার করেছিলেন পরিচর্যার জন্য আমাকে প্রস্তুত করার জন্য। আমার শিক্ষা ও পেশার সাথে খুব ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত ছিল প্রভুর কাজকে চালিয়ে যাওয়ার সুযোগগুলি। আমি খুব ভাল ভাবে নিশ্চিত যে কাজ হল একটি বাহন, ঈশ্বরের কৌশলের একটি অংশ, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য।

ঈশ্বর আপনাকে দিয়ে যা কিছু করাতে চান, যখন আপনি সেইগুলি করেন, তখন আপনার কাজ আপনার জন্য বাধা অথবা বাঁধন, অথবা কোন মন্দ বিষয় হবে না। ঈশ্বর যদি আপনাকে কাজ করার জন্য আহ্বান করেছেন, তাহলে কাজকে একটি প্রয়োজনীয় মন্দ অথবা কোন বাঁধন হিসেবে দেখবেন না। আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বরের কৌশল ও পরিকল্পনার একটা অংশ হিসেবে এটাকে দেখুন, যার দ্বারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারিত হয়ে থাকে।

5. সাতটি সঠিক মনোভাব

ইফিষীয় 6:5-10
5 দাসেরা, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ, তেমনি ভয় ও কম্প সহকারে, তোমাদের অন্তঃকরণের সরলতায়, মাংস অনুযায়ী আপন আপন প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ হও;
6 মনুষ্যের তুষ্টিকরের ন্যায় চাক্ষুষ সেবা না করিয়া, বরং খ্রীষ্টের দাসের ন্যায় প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছ বলিয়া, মনুষ্যের সেবা নয়,
7 বরং প্রভুরই সেবা করিতেছ বলিয়া, প্রণয় ভাবেই দাস্যকর্ম্ম কর;
8 জানিও, কোন সৎকর্ম্ম করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি, সে দাস হউক কি স্বাধীন হউক, প্রভু হইতে তাহার ফল পাইবে।
9 আর প্রভুগণ, তোমরা তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর, ভর্ৎসনা ত্যাগ কর, জানিও, তাহাদের এবং তোমাদেরও প্রভু স্বর্গে আছেন, আর তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না।
10 শেষ কথা এই, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান্ হও।

কলসীয় 3:22-25
22 দাসেরা, যাহারা মাংসের সম্বন্ধে তোমাদের প্রভু, তোমরা তাহাদের আজ্ঞাবহ হও; চাক্ষুষ সেবা দ্বারা মনুষ্যের তুষ্টিকরের মত নয়, কিন্তু অন্তঃকরণের সরলতায় প্রভুকে ভয় করিয়া আজ্ঞাবহ হও।
23 যাহা কিছু কর, প্রাণের সহিত কার্য্য কর, মনুষ্যের কর্ম্ম নয়, কিন্তু প্রভুরই কর্ম্ম বলিয়া কর;
24 কেননা তোমরা জান, প্রভু হইতে তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাইবে;
25 তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই দাসত্ব করিতেছ; বস্তুতঃ যে অন্যায় করে, সে আপনার কৃত অন্যায়ের প্রতিফল পাইবে;

এই দুটি শাস্ত্রাংশ একই প্রকারের নির্দেশ আমাদের দেয়। বর্তমানে প্রভু ও ক্রীতদাসের ধারণাটি প্রচলিত নয়। কিন্তু যখন আমরা "প্রভু" এবং "দাস" ধারণাটিকে "কর্মকর্তা" এবং "কর্মচারী" হিসেবে দেখি, তখন বিষয়টির সাথে আমরা সম্পর্কস্থাপন করতে পারি এবং আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

কাজ সম্পর্কে পৌল সাতটি মনোভাব উপস্থাপনা করেছেন

পৌল কর্মচারীদেরকে কর্মকর্তাদের প্রতি বাধ্য থাকতে বলেছেন। এর অর্থ, কর্মক্ষেত্রে আমরা সকল নির্দেশ পালন করবো ও সকল নিয়ম মেনে চলব।

তারপর আমাদের কর্মকর্তাদের প্রতি ভয় ও সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজন আছে। আমাদের কর্মকর্তাদের থেকে আমরা বেশি জানি, এই মানসিকতা পোষণ করার পরিবর্তে এবং বিরোধী স্বভাব দেখানোর পরিবর্তে, আমরা যেন কর্মক্ষেত্রে সেই সকল মানুষদের সম্মান করি ও মর্যাদা দিই, যারা আমাদের উপড়ে তত্ত্বাবধান করেন।

পৌল আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে পবিত্রতা ধারণ করার কথা বলেছেন, *"অন্তঃকরণের সরলতা"*। আপনার কাজে নিষ্ঠাবান থাকুন। "সরলতা" শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ হল "কুটিলতা ছাড়া"। এর আরেকটি অর্থ হল "উদারতা, সরলতার সাথে"।

পৌল বিবেকের কথাও বলেছেন – যখন কেউ আমাদের দেখছে না, তখনও জবাবদিহি থাকা। তিনি বলেছেন, *"মনুষ্যের তুষ্টিকরের ন্যায় চাক্ষুষ সেবা"* না করতে। এটাই অনুপ্রেরণা যে আমরা হলাম খ্রীষ্টের কর্মচারী। তাই এটা উপলব্ধি করাটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা হলাম খ্রীষ্টের কর্মচারী এবং তারপর আমরা সেই কোম্পানি অথবা সংস্থার কর্মচারী, যেখানে আমরা কাজ করে থাকি। আমাদের কর্মক্ষেত্রে আমরা হলাম খ্রীষ্টের কর্মচারী। আমরা খ্রীষ্টের প্রতিনিধিত্ব করি ও কাজ করি *"ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছ বলিয়া, মনুষ্যের সেবা নয়"*; কারণ আমরা প্রভুর জন্য কাজ করি। খ্রীষ্ট,

যিনি আমাদের প্রধান কর্মকর্তা, আমাদের দেখছেন। তিনি দেখেন যে আমরা সঠিক সময়ের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে পৌঁছচ্ছি কিনা। তিনি দেখেন যে কর্মক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত থাকছি কিনা। আমরা কেন কর্মক্ষেত্রে যাইনি, সেটার আসল কারণও তিনি জানেন, এমনকি আমরা আসুস্থ আছি জানিয়েছি, কিন্তু বাকি দিনটি অন্য কোন কাজ করে কাটিয়েছি। তিনি দেখেন যে কর্মক্ষেত্রে কীভাবে আমরা আমাদের সময়গুলি অতিবাহিত করি। আমরা কি প্রকৃত ভাবে কাজ করছি, নাকি সময় নষ্ট করছি? তিনি সেই সকল "শর্টকাট" গুলো দেখতে পান যা আমরা নিয়ে থাকি। তিনি দেখেন যে আমরা কোন মিথ্যা কথা বলছি কিনা, অসৎ রিপোর্ট তৈরি করছি কিনা, ইত্যাদি।

পৌল বলেছেন যে আমাদের কাজ করা যেন *"প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছ বলিয়া"* করে থাকি। আমাদের যে কাজ দেওয়া হয়েছে, সেই কাজ যেন সম্পূর্ণ অন্তঃকরণ দিয়ে করি। অর্ধ হৃদয় দিয়ে প্রচেষ্টা করবেন না। বরং, আপনার সর্বস্ব দিয়ে দিন। আপনার সর্বোত্তম দিন। এমন ভাবে করুন যেন আপনি যীশুর জন্য করছেন।

তারপর পৌল আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন *"প্রণয় ভাবেই দাস্যকর্ম্ম"* করার। আনন্দ সহকারে আপনার কাজটি করুন, বচসা অথবা নালিশ সহকারে নয়।

অবশেষে পৌল বলেছেন, *"পুরষ্কারের জন্য প্রভুর দিকে তাকাও"*। যেহেতু খ্রীষ্ট হলেন আপনার প্রকৃত কর্মকর্তা, যখন আপনি আপনার সর্বোত্তম দেবেন, তখন আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে তিনি আপনাকে পুরস্কৃত করার বিষয়ে বিশ্বস্ত। যখন আপনি আপনার পুরষ্কারের জন্য প্রভুর দিকে তাকান, তখন আপনি জগতের মানুষদের মতো আচরণ করা বন্ধ করেন! এই জগতের মানুষেরা "ঠেলাঠেলি" করে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু বিশ্বাসী হিসেবে, আমাদেরকে শান্ত থাকতে হবে, এবং সৎ সংবেদ নিয়ে কাজ করতে হবে ও আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা দিতে হবে। স্বর্গের ঈশ্বর আমাদের পুরস্কৃত করবেন। ঈশ্বর যখন আমাদেরকে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কোন মানুষ আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না! এবং মনে রাখবেন, আপনার পুরষ্কারের কিছুটা অংশ আগামী জগতে পাবেন। এই পৃথিবীর অপর প্রান্তে যখন পৌঁছবেন, তখন আপনি সম্পূর্ণ প্রাপ্ত পুরষ্কারটি লাভ করবেন!

পূর্ণ সময়ের পরিচর্যাকারীদের জন্য কিছু কথা

একবার, বেঙ্গালুরুতে একজন পালক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি অফিসে কত ঘন্টা কাজ করি। আমি তাকে বললাম যে একজন সাধারণ মানুষের মতোই সপ্তাহে ৪০ থেকে ৫০ ঘন্টা কাজ করি। তিনি অবাক হলেন ও স্বীকার করলেন যে একজন পূর্ণ সময়ের পরিচর্যাকারী হিসেবে তিনি কোন কোন দিনে চার ঘন্টাও কাজ করেননি। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে পূর্ণ সময়ের জন্য পরিচর্যাকারীরা – পালক, সুসমাচার প্রচারক, এবং অন্যান্য পরিচর্যাকারীরা – বাইরের জগতের চাকরীর মতো একই প্রকারের অনুশাসন ও নীতি যেন অবশ্যই পালন করে। আপনি যেন দিনে অন্তত ৪ ঘন্টা পরিচর্যার কাজ করেন, অন্তত সপ্তাহে 40 ঘন্টা! একটি ভাল কর্ম অভ্যাস বজায় রাখার জন্য আপনাকে অবশ্যই অনুশাসিত হতে হবে।

6. আপনার কাজ সংক্রান্ত কিছু প্রতিজ্ঞা

কাজ সম্পর্কে শাস্ত্রের মধ্যে অনেক প্রতিজ্ঞা দেওয়া আছে। এর আগের অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রভু আমাদেরকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন আমাদের পরিশ্রমের জন্য। আমাদের পুরষ্কারের একটি অংশ আমরা লাভ করবো যখন স্বর্গে প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবো, এবং পুরষ্কারের আরেকটি অংশ আমরা এই বর্তমান পৃথিবীতেও লাভ করবো। এই পৃথিবীতে থাকাকালীন এই কয়েকটি প্রতিজ্ঞা লাভ করার আশা করতে পারি।

আপনার হাতের কাজের উপর আশীর্বাদ

দ্বিতীয় বিবরণ 28:8
সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়া তোমার গোলাঘর সম্বন্ধে ও তুমি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর, তৎসম্বন্ধে আশীর্ব্বাদকে তোমার সহচর করিবেন; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তথায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

দ্বিতীয় বিবরণ 28:12
যথাকালে তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হস্তের সমস্ত কর্ম্মে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন; এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞাগুলি তাঁর লোকেদেরকে দিয়েছিলেন। পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর এবং নতুন নিয়মের ঈশ্বর এক। ব্যবস্থা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এই ব্যবস্থার ঈশ্বর, তাঁর হৃদয়, তাঁর লোকেদেরকে আশীর্বাদ করার ক্ষমতা পরিবর্তন হয়নি! তাই, নিঃসন্দেহে, আমরা আশা করতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের পরিশ্রমকে আশীর্বাদ করবেন। আপনার চাকরীতে ঈশ্বরের আশীর্বাদকে আশা করুন। প্রত্যেকদিন যখন আপনার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন, তখন আশা করুন যে প্রভুর আশীর্বাদ আপনার উপর থাকবে।

সদাপ্রভুর কাছ থেকে উন্নতি আসে

দ্বিতীয় বিবরণ 28:13
আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তকস্বরূপ করিবেন, পুচ্ছস্বরূপ করিবেন না; তুমি অবনত না হইয়া কেবল উন্নত হইবে; কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই যে সকল আজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে আমি তোমাকে অদ্য আদেশ করিতেছি, এই সকলেতে কর্ণপাত করিতে হইবে;

গীতসংহিতা 75:6-7
6 কেননা উদয় স্থান হইতে, কি পশ্চিম হইতে, অথবা দক্ষিণ হইতে উন্নতিলাভ হয়, এমন নয়।
7 কিন্তু ঈশ্বরই বিচারকর্ত্তা; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।

ঈশ্বর আপনার পক্ষে রয়েছেন। ঈশ্বর আপনার উন্নতির জন্য পথ প্রস্তুত করেন ও দরজা খুলে দেন। কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বর আপনার নিষ্ঠাকে লক্ষ্য করেন, এবং তিনি আপনার উন্নতির জন্য দরজা খুলে দেবেন। আপনাকে "ঠেলাঠেলি করে এগোতে" হবে না, কর্মকর্তাদের "খুশি করতে" হবে না। শুধুমাত্র নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করে যান, আপনার সর্বোত্তম দিন, এবং প্রভুর কাছ থেকে উন্নতির দরজা খোলার আশা করুন। আমার মনে আছে যে যখন আমি চিকাগোতে একটি সফটওয়ার কোম্পানিতে চাকরী করছিলাম, তখন আমি খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়তাম। তখন আমি প্রার্থনা করতাম, "ঈশ্বর, আমাকে পদোন্নতি দাও কারণ আমার মনে হয় যে আমার পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী পরিশ্রম করার সুযোগ পাচ্ছি না। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আরও বেশি দায়িত্ব সামলাতে পারব এবং একদল লোকেদের আমি নেতৃত্ব দিতে পারব"। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী, আমি বিশ্বাস করি যে উন্নতি সদাপ্রভুর কাছ থেকে আসে। শীঘ্রই আমার পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছিল, এবং আমার ম্যানেজার আমাকে একটা দলের উপর নেতৃত্ব করার দায়িত্ব দিলেন ও আমাকে একজন দলনায়ক করলেন। ঈশ্বরের থেকে আমার উন্নতি এসেছিল!

আপনার পরিশ্রমের ফল ভোগ করুন

উপদেশক 3:13
আর প্রত্যেক মনুষ্য যে ভোজন পান ও সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে সুখভোগ করে, ইহাও ঈশ্বরের দান।

গীতসংহিতা 128:1-2
1 ধন্য সেই জন, যে কেহ সদাপ্রভুকে ভয় করে, যে তাঁহার সকল পথে চলে।
2 বাস্তবিক তুমি স্বহস্তের শ্রম-ফল ভোগ করিবে, তুমি ধন্য হইবে, ও তোমার মঙ্গল হইবে।

উপদেশক 5:18-19
18 দেখ, আমি দেখিয়াছি, ইহাই উত্তম ও মনোরঞ্জক, ঈশ্বর মনুষ্যকে যে কয় দিন পরমায়ু দেন, সেই সমস্ত দিন সে যেন সূর্য্যের নীচে আপনার কর্ত্তব্য সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে ভোজন পান ও সুখভোগ করে, কারণ ইহাই তাহার অংশ।
19 আবার ঈশ্বর যে কোন ব্যক্তিকে ধন-সম্পত্তি দান করেন, তাহাকে তাহা ভোগ করিতে, আপন অংশ লইতে ও আপন পরিশ্রমে আনন্দ করিতে ক্ষমতা দেন, ইহাই ঈশ্বরের দান।

আপনার পরিশ্রম নিয়ে আনন্দ করা – আপনার পরিশ্রমের ফল ভোগ করার ক্ষমতা হল ঈশ্বরের থেকে একটা উপহার ও আশীর্বাদ। ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখুন যে আপনি অবশ্যই পরিশ্রমের ফল ভোগ করবেন। অনেকেই আছে যারা কঠিন পরিশ্রম করে। কিন্তু তারা তাদের পরিশ্রমের কারণে যা কিছু লাভ করে, সেগুলি যেন হাওয়াতে উড়ে যায়। তাদের বেতন যেন ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে পরে যায়। অনেকের কাছে প্রচুর ধন রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে আনন্দ ও শান্তি নেই। অনেক অর্থ থাকা সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে অতৃপ্তি, লড়াই, ও অসন্তোষ দেখতে পাওয়া যায়। আপনার ক্ষেত্রে এমনটি হওয়ার কথা নয়। ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখুন যে আপনি আপনার পরিশ্রমের ফল ভোগ করবেন ও তাতে আনন্দ করবেন!

7. নতুন পৃথিবীতে আমাদের কাজ

যিশাইয় 65:17-25

17 কারণ দেখ, আমি নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করি; এবং পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা স্মরণে থাকিবে না, আর মনে পড়িবে না।

18 কিন্তু আমি যাহা সৃষ্টি করি, তোমরা তাহাতে চিরকাল আমোদ ও উল্লাস কর; কারণ দেখ, আমি যিরূশালেমকে উল্লাসভূমি ও তাহার প্রজাদিগকে আনন্দ-ভূমি করিয়া সৃষ্টি করি।

19 আমি যিরূশালেমে উল্লাস করিব, আমার প্রজাগণে আমোদ করিব; এবং তাহার মধ্যে রোদনের শব্দ কি ক্রন্দনের শব্দ আর শুনা যাইবে না।

20 সে স্থান হইতে অল্প দিনের কোন শিশু কিম্বা অসম্পূর্ণায়ু কোন বৃদ্ধ [যাইবে] না; বরং বালকই এক শত বৎসর বয়ঃক্রমে মরিবে; এবং পাপী এক শত বৎসর বয়স্ক হইলে শাপাহত হইবে।

21 আর লোকেরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসতি করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে।

22 তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিলে অন্যে বাস করিবে না, তাহারা রোপন করিলে অন্যে ভোগ করিবে না; বস্তুতঃ আমার প্রজাদের আয়ু বৃক্ষের আয়ুর তুল্য হইবে, এবং আমার মনোনীত লোকেরা দীর্ঘকাল আপন আপন হস্তের শ্রমফল ভোগ করিবে।

23 তাহারা বৃথা পরিশ্রম করিবে না, বিহ্বলতার নিমিত্ত সন্তানের জন্ম দিবে না, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বংশ, ও তাহাদের সন্তানগণ তাহাদের সহবর্ত্তী হইবে।

24 আর তাহাদের ডাকিবার পূর্ব্বে আমি উত্তর দিব, তাহারা কথা বলিতে না বলিতে আমি শুনিব।

25 কেন্দুয়াব্যাঘ্র ও মেষশাবক একত্র চরিবে, সিংহ বলদের ন্যায় বিচালি খাইবে; আর ধূলিই সর্পের খাদ্য হইবে। তাহারা আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন।

দানিয়েল 7:13-14,18,22,27

13 আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন।

14 আর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না, এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না।

18 কিন্তু পরাৎপরের পবিত্রগণ রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে, এবং চিরকাল, যুগে যুগে চিরকাল, রাজত্ব ভোগ করিবে।'

22 যে পর্য্যন্ত না সেই অনেক দিনের বৃদ্ধ আসিলেন, আর পরাৎপরের পবিত্রগণের হস্তে বিচার-ভার দত্ত হইল, এবং পবিত্রগণের রাজত্ব-ভোগের সময় উপস্থিত হইল।

27 আর রাজত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত রাজ্যের মহিমা পরাৎপরের পবিত্র প্রজাদিগকে দত্ত হইবে; তাঁহার রাজ্য অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য, এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে।

প্রকাশিত বাক্য 2:25-27

25 কেবল যাহা তোমাদের আছে, তাহা আমার আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ কর।

26 আর যে জয় করে, ও শেষ পর্য্যন্ত আমার আদিষ্ট কার্য্য সকল পালন করে, তাহাকে আমি আপনি পিতা হইতে যেরূপ পাইয়াছি, তদ্রূপ "জাতিগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিব;

27 তাহাতে সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে এমনি শাসন করিবে যে, কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের ন্যায় চুরমার হইয়া যাইবে"।

আমাদের অনেকের মধ্যে স্বর্গ ও অনন্ত জীবন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে অনন্ত জীবন এমন একটা সময় যেখানে আমরা চিরকালের জন্য ছুটি কাটাবো, সেখানে আমাদের স্বর্গীয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াবো, এবং স্বর্গদূতদের সাথে ঈশ্বরের প্রশংসা করবো! কিন্তু, বাইবেল আমাদের কাছে কিছু বিষয় প্রকাশ করে, যা আমরা আগামী পৃথিবীতে আশা করতে পারি। যিশাইয় পুস্তক থেকে এই শাস্ত্রাংশটি আমাদের দেখায় যে যখন নতুন পৃথিবী এবং স্বর্গ দেখা যাবে, তখন ঈশ্বরের লোকেরা বাড়ি নির্মাণ করবে ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করবে। আমাদের হাতের পরিশ্রমের ফল আমরা ভোগ করবো। তাই, এমনকি নতুন পৃথিবীতেও আমরা "কাজ" করবো!

দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য থেকে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের লোকেরা এই পৃথিবীতে যীশুর সাথে রাজত্ব করবে ও প্রশাসনিক দায়িত্বগুলি সামলাবে। খ্রীষ্ট যখন তাঁর রাজত্ব স্থাপন করতে আসবেন, তখন তাঁর লোকেরা তাঁর রাজ্যের ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যস্ত থাকবে। তাই, মনে হচ্ছে যে

আমরা চিরকাল কাজ করতে থাকবো! আসুন, আমরা আমাদের কাজগুলিকে উপভোগ করি। এটা ঈশ্বর দ্বারা পরিকল্পিত, ঈশ্বর নিরূপিত ক্রিয়াকলাপ। আপনার কাজ যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে এই পৃথিবীতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা বাহন হয়ে ওঠে।

অল পিপলস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপলস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

আমরা আপনাকে আর্থিক ভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আপনারা আমাদের একবার দান করতে পারেন অথবা মাসিক ভাবে অর্থ দান করে সাহায্য করতে পারেন। আপনারা যে পরিমাণের অর্থ আমাদের পাঠান, সেটা সমগ্র দেশ জুড়ে পরিচর্যা কাজে ব্যবহৃত হবে ও আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার সাহায্যের জন্য।

আপনারা আপনাদের উপহার এই নামে চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা পাঠাতে পারেন "All Peoples Church, Bangalore" এবং আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। অথবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: অল পিপলস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: ***apcwo.org/give***

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনা করতে স্মরণে রাখবেন।
ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling*
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God's Word
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses-Don't Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/publications** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ। আপনার বিনামূল্যে পুস্তকটি লাভ করার জন্য, এই ইমেইল ঠিকানায় লিখুন: **bookrequest@apcwo.org**

* শুধুমাত্র PDF সংস্করণ উপলব্ধ।

এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

All Peoples Church এর সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

All Peoples Church (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবন ও জ্যোতির ন্যায় হতে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হতে।

APC তে, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও প্রকাশ সহকারে সম্পূর্ণ এবং আপোসহীন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থাপনা করার জন্য সমর্পিত। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ এপোলোজেটিক্স, সমসাময়িক পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি, কোন কিছুই পবিত্র আত্মার বরদান, আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না (1 করিন্থীয় 2:4,5; ইব্রীয় 2:3,4)। আমাদের কেন্দ্র স্থান হল যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষেরা, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মতো পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে All Peoples Church এর অনেক মণ্ডলী স্থাপিত আছে। All Peoples Church এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **www.apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় 2000 বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারন করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছে ও করেছেন, তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, যারা শুনতে পেত না, তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটি দিয়ে তিনি অনেক ক্ষুধিত ব্যক্তিদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর একটা মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, **"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় 6:23)** যীশু তাঁর ক্রুশিয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি আবার বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায়ে অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি না পাক। এবং সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ থেকে ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রস্তুত করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন – আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর কী করেছিলেন তা স্বীকার করা এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।

"...যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত 10:43)।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় 10:9)।

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা লেখা আছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার তিনি ক্রুশের উপর কী করেছেন, সেটা সম্বন্ধীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপ থেকে ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত আমার জন্য ঝরিয়েছিলে এবং আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছিলে, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য কী করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলে এবং আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলে। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, অথবা অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি আমার পাপের মূল্য মিটিয়েছিলে, তুমি মৃতগণদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলে, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরন লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

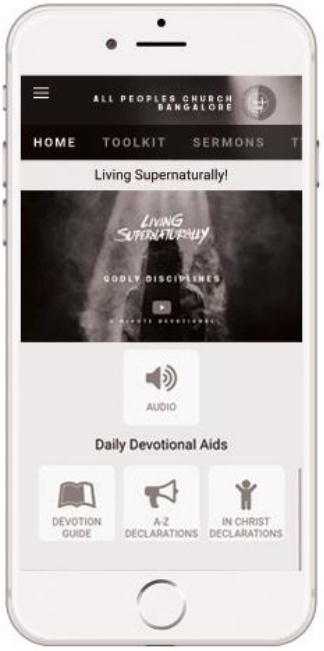

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

All Peoples Church বাইবেল কলেজ

apcbiblecollege.org

All Peoples Church বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই - যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

APC-BC তে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে কাজে প্রকাশিত করার উপর গুরুত্ব দিই, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি আমরা প্রদান করিঃ

- এক বছরের Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
- দুই বছরের Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
- তিন বছরের Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।** কর্মজীবী লোকেরা, গৃহবধূরা এই কোর্সগুলি করতে পারে, এবং দুপুর ১টার পর তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে পারে। আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা সেই স্থানে থেকে এই কোর্সগুলি করতে চায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচর্যার জন্য অংশগ্রহণ করে, বিশেষ সেমিনারে, প্রার্থনা ও আরাধনার সময়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দুপুরের অধিবেশনগুলি তাদের জন্য অনিবার্য নয়, যারা অন্যান্য কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কোন না কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কলেজের সম্বন্ধে, পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধে, যোগ্যতা, মূল্য সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে **apcwo.org/biblecollege** ওয়েবসাইটে যান।

APC-BC is accredited by the Nations Association for Theological Accreditation (NATA).

"আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে বিবাহ হল ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা, তাই আমরা বিবাহকে উপভোগ করি।

আমরা জানি যে মণ্ডলী হল ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা, তাই আমরা মণ্ডলীকে উপভোগ করে থাকি।

সুখবর এই যে কাজও হল ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা। ঈশ্বর এটার সূচনা করেছেন! তাই, আসুন, আমরা কাজকেও উপভোগ করি!"

আশিস রাইচুর

All Peoples Church & World Outreach
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org